তরমুজ চাষ বিস্তারিত

ফসলের জাত পরিচিত

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : এম এস সি বাংলালিংক

জনপ্রিয় নাম : এম এস সি বাংলালিংক

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : মল্লিকা সীড কোং

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লম্বাটে গোলাকার

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : চামড়ার রঙ সাদা, সবুজ ও ডোরা কাটা। ফলের ওজন ১০-১২ কেজি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০০ - ৫০০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্ত্তিক থেকে মাঘ (দক্ষিণাঞ্চলের জন্য) অগ্রাহায়ন থেকে ফাল্গুন (উত্তরাঞ্চলের জন্য)

ফসল তোলার সময় : ৭৫-৮০ দিন (বীজ বপনের পর)

তথ্যের উৎস : মল্লিকা সীড কোং ওয়েবসাইট

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : ভিক্টর সুপার

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৫-৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : টকটকে লাল

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : মধ্যম খরা প্রবণ এলাকায় চাষ উপযোগী

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৩০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

ফসল তোলার সময় : নভেম্বর- ডিসেম্বর

তথ্যের উৎস : লাল তীর সীড কোঃ এর ওয়েবসাইট

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : ওশেন সুগার

জনপ্রিয় নাম : ওশেন সুগার

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৫-৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল হালকা সবুজ

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : আগাম ও দ্রুত বর্ধনশীল। ফল অত্যন্ত মিষ্টি। ফলের ওজন ১২-১৫ কেজি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০০ - ৪৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৩০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : নভেম্বর- ডিসেম্বর

তথ্যের উৎস : লাল তীর সীড কোঃ এর ওয়েবসাইট

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : সুগার এম্পেরর

জনপ্রিয় নাম : সুগার এম্পেরর

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : এসিআই সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০-৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : টকটকে লাল, ফল আয়তাকার

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন গড়ে ১৩ কেজি। ফলের মাংসল অংশ লাল। মিষ্টতা ১২-১৩ ব্রিক্স। দূরবর্তী অঞ্চলে পরিবহন উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০০ - ৫০০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : অক্টোবর- জানুয়ারি

তথ্যের উৎস : এসিআই সীড কোঃ এর ওয়েবসাইট

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : বঙ্গ লিঙ্ক

জনপ্রিয় নাম : বঙ্গ লিঙ্ক

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল আয়তাকার ও সবুজাভ রেখাসহ হালকা সবুজ

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন গড়ে ১০-১২ কেজি। শাঁস টকটকে লাল ও খুব মিষ্টি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০০ - ৪৫০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : নভেম্বর- ডিসেম্বর

তথ্যের উৎস : লাল তীর সীড লিঃ ওয়েবসাইট

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : গ্রীন ড্রাগন

জনপ্রিয় নাম : গ্রীন ড্রাগন

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল আয়তাকার

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন গড়ে ১২-১৫ কেজি। শাঁস টকটকে লাল ও খুব মিষ্টি। মিষ্টতার পরিমান ৯.১%

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০০ - ৫০০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : অক্টোবর- জানুয়ারি

ফসল তোলার সময় : ৬৫-৭০ দিন

তথ্যের উৎস : লাল তীর সীড লিঃ ওয়েবসাইট

ফসল : তরমুজ

জাতের নাম : ভিক্টরী (FI)

জনপ্রিয় নাম : ভিক্টরী (FI)

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : মল্লিকা সীড কোং

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লম্বাটে গোলাকার

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চামড়ার রঙ হালকা সবুজ পাকা ফলের শাস টকটকে লাল। খুব মিষ্টি, ওজন ১২-১৫ কেজি। প্রয়োজনে কিছু রেখেও বাজারজাতকরণ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০০ - ৪৫০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্ত্তিক থেকে মাঘ (দক্ষিণাঞ্চলের জন্য) অগ্রাহায়ন থেকে ফাল্গুন (উত্তরাঞ্চলের জন্য)

ফসল তোলার সময় : ৭৫-৮০ দিন (বীজ বপনের পর)

তথ্যের উৎস : মল্লিকা সীড কোং ওয়েবসাইট

ফসলের পুষ্টি মান

ফসল : তরমুজ

পুষ্টিমান : তরমুজে ১১ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। তাছাড়া জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, খনিজ পদার্থ, শর্করা ৩.৩ গ্রাম, খাদ্য শক্তি ১৬ কিলোক্যালরি, ফসফরাস, ভিটামিন বি-১ এবং ভিটামিন সি রয়েছে।

বর্ণনা : তরমুজ গ্রীষ্মকালের জনপ্রিয় ফল। আয়তকার, সবুজ রঙের রসালো ফল।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

ফসল : তরমুজ

বর্ণনা : একটি আদর্শ বীজতলার পরিমান ১ মি. প্রস্থ এবং ৩ মি. দৈর্ঘ্য। কিন্তু তরমুজের জন্য পলিব্যগে অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করা হয়।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজের প্রকারভেদ

১। মৌল বীজ ২। ভিত্তি বীজ ৩। প্রত্যায়িত বীজ ৪। মানঘোষিত বীজ ৫। হাইব্রিড বীজ

বীজতলার প্রকারভেদ

১। শুকনো বীজতলা ২। ভেজা/কাদাময় বীজতলা ৩। ভাসমান বীজতলা ৪। দাপগ বীজতলা

ভাল বীজ নির্বাচন :
উচ্চফলনশীল জাতের বীজ বিশ্বস্থ বীজ বিক্রেতার নিকট হতে বায়ু নিরোধ প্যাকেটে রক্ষিত বীজ ক্রয় করতে হবে।

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

৩। সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবে না।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : ৫০ ভাগ মাটি ও ৫০ ভাগ পচানো গোবর ভালো করে মিশিয়ে ছাকানি দ্বারা ছেকে নিয়ে, সেভিন ডাস্ট দ্বারা মাটি জীবাণুমুক্ত করে পলিব্যাগে ভরে প্রতি ব্যাগে ১ টি বীজ বপন করতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : ১। বীজ বপনের পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজ গজানো তরান্বিত করার জন্য ঝাঝরা দিয়ে পানি দিতে হবে। ২। অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ডেকে রাখতে হবে এবং সকালে খুলে দিতে হবে। ৩। তাপমাত্রা বেশী হলে চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

ফসল : তরমুজ

চাষপদ্ধতি :

সাধারণত মাদায় সরাসরি বীজ বপনের পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করে মাদায় রোপণ করাই উত্তম। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং জমিতে ফাঁকা জায়গা থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।সাধারণত প্রতি মাদায় ৩-৪ টি বীজ বপন করা হয়। বপনের ১০ দিন আগে মাদা তৈরি করে মাদার মাটিতে সার মেশাতে হবে। দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে দুই মিটার অন্তর মাদা তৈরি করতে হবে। মাদার সাইজ হবে ২০×২০×২০ ইঞ্চি। বীজ গজানোর পর প্রতি মাদায় দুটি করে চারা রেখে বাকি চারাগুলো তুলে ফেলতে হবে।বীজ বপনের চেয়ে তরমুজ চাষে চারা রোপণ করাই উত্তম। চারা তৈরি করার জন্য ৪×৫ ইঞ্চি মাপের পলিথিনের ব্যাগে ৫০:৫০ অনুপাতে বালু ও পচা গোবর সার ভর্তি করে প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বপন করতে হবে। ৩০-৩৫ দিন বয়সের ৫-৬ পাতা বিশিষ্ট একটি চারা মাদায় রোপণ করতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েবসাইট।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

ফসল : তরমুজ

মৃত্তিকা : পানি জমেনা এমন সুবিধা যুক্ত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :
মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

মাটির পুষ্টি উপাদান : মাইক্রো ও ম্যাক্রো পুষ্টি উপাদান

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
কম্পোস্ট	২০-৪০ কেজি	১০ টন
ইউরিয়া	১.২ কেজি	৩০০ কেজি
টিএসপি	১.১ কেজি	২৭০ কেজি
পটাশ	১ কেজি	২৩০ কেজি
জিপসাম	৫০০ গ্রাম	১১০ কেজি
দস্তা	১০০ গ্রাম	২.৫ কেজি

হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে, (ওশেন সুগার ও ভিক্টর সুপার) **হেক্টর প্রতি সার**

পঁচা গোবর	১০-১৫ টন
ইউরিয়া	১৯০-২০০ কেজি
টি এস পি	২৩০-২৫০ কেজি
এম ও পি	১৯০-২০০ কেজি
জিপসাম	১৪০-১৫০ কেজি
দস্তা	১০-১২ কেজি
বোরাক্স	৮-১০ কেজি

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েবসাইট, লাল তীর সীড কোম্পানী লিফলেট।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসল : তরমুজ

বর্ণনা : জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে - বীজ গজানোর জন্য একটি হালকা সেচ দিতে হয়। চারা গজানোর পর থেকে স্বাভাবিক নিয়মে সেচ দিতে হবে।

চারা রোপনের ক্ষেত্রে - চারা রোপনের সময় চারার গোড়ায় হালকা সেচ দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে মাদায় পানির অভাব হলে ৮-১০ দিন পরপর মাদার চার দিকে রিং করে সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : ফুল ও ফল ধরার সময় জমিতে রস থাকতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলস সেচ পদ্ধতি - একটি সধারন আকারের মাটির ফলন সংগ্রহ করে তার নিচে ড্রিলমেশিন দ্বারা বল পয়েন্ট কলমের আকারের পরিধি অনুমানিক ২.২ সেমিঃ ছিদ্র করতে হবে এবং ঐ ছিদ্রে দেড় দুই হাত পাট শক্ত করে প্রবিষ্ট করাতে হবে। পাট যুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে আমনঅভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র গুলো ও পাটের আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসের চার পাশে ৩/৪ টি বীজ বপন করতে হবে। তাহলে কলসের চারপাশে চারা

গজাবে। কলসের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত পাট ধীরে ধীরে পানি বহন করে নিয়ে গাছের গোড়ায় সরবরাহ করবে। এতে মাদা সবসময় ভিজা থাকবে। ফলে মাটির নিচ স্তর থেকে লবণযুক্ত পানি উপরে উঠে আসবে না এবং এর ফলে মাদা এলাকায় লবণাক্তার পানি কম থাকবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

ফসল : তরমুজ

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবর মাসের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়।

আগাছার ধরন : ঘাস জাতীয়

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ফসল : তরমুজ

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : মে

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি/ শিলা বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

ফল পরিপক্ক হলে তা তুলে ফেলতে হবে। কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে প্রবেশ করুন-

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ব্যাপক ক্ষতি হলে পরবর্তী ফসল হিসেবে বোনা আমন রোপা পদ্ধতিতে আবাদ।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : নিয়মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য জমিতে নালা রাখা।

প্রস্তুতি : পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দেয়া যেতে পারে। চারা গাছ হেলে পড়ে গেলে সোজা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে চারা গাছে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : তরমুজ

বাংলা মাসের নাম : কার্তিক

ইংরেজি মাসের নাম : নভেম্বর

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা ও লবনাক্ততা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খরা ও লবনাক্ততা পরিহার করার জন্য আষাঢ় মাস (জুন-জুলাই) জমির এক কোনে মিনি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে খরা ও লবণাক্ততা পরিহার করা যায়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

মিনি পুকুর হতে ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিন। কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে প্রবেশ করুন-

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এ আই এস)

প্রস্তুতি : পানি সেচের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকতে হবে

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : লাল মাকড়

পোকা চেনার উপায় : এরা দেখতে অতি ক্ষুদ্র। পাতার নীচে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : পাতার রস চুষে খায়। পাতা কুঁচকে শুকিয়ে যায়। পরে পাতা ঝড়ে পরে।

যান্ত্রিক উপায়ে দমন :

দমন ব্যবস্থা : সালফার জাতীয় বালাইনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ ডব্লিউপি, সালফটক্স ৮০ ডব্লিউপি, ম্যাক সালফার ৮০ ডব্লিউপি, রনভিট ৮০ ডব্লিউজি ১৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আলোক ফাঁদ ও ফেরোমন ব্যবহার করা যেতে পারে

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রন্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : রেড পামকিন বিটল / পাতার বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : এ পোকা দুধরনের হয়। একটি কালচে ও অন্যটি লাল।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা গাছের পাতা ও শিকড়ের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। পাতায় বৃত্তাকার দাগ কেটে পত্রফলকের সবুজ অংশ কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ঝাঁজরা করে ফেলে। বাচ্চা বা কীড়া চারার শিকড় খেয়ে চারাকে নেতিয়ে মেরে ফেলে। পূর্ণাঙ্গ পোকা ফুলও খায়।

দমন ব্যবস্থা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল , শিকড় , ফুল , সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন।চারা রক্ষার জন্য পাতায় ছাই ছিটাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

লাউ কুমড়ার রোগ পোকা বই থেকে লেখক - মৃত্যুঞ্জয় রায়

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : ফলের মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূণাঙ্গ পোকার আকার সাধারন মাছির মতোই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুদ, পেট ত্রিকোনাকার ও বাদামি, ঘাড়ের মাঝে লম্বা লম্বি হলদে একটা দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকার আক্রমণে কচি অবস্থায় ফল নষ্ট হয়ে যায়। এ পোকা কচি ফলে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে পোকা বের হয় এবং ফলের ভিতর খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে। ফেরোমেন ফাঁদ (১০ শতাংশে ৩টি হারে)/ বিষটোপ ব্যবহার করুন। ঠিক মতো আছে কি না বা সময় মতো বদলাতে নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন।

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : ফলের মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূণাঙ্গ পোকার আকার সাধারন মাছির মতোই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুদ, পেট ত্রিকোনাকার ও বাদামি, ঘাড়ের মাঝে লম্বা লম্বি হলদে একটা দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকার আক্রমণে কচি অবস্থায় ফল নষ্ট হয়ে যায়। এ পোকা কচি ফলে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে পোকা বের হয় এবং ফলের ভিতর খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে। ফেরোমেন ফাঁদ (১০ শতাংশে ৩টি হারে)/ বিষটোপ ব্যবহার করুন। ঠিক মতো আছে কি না বা সময় মতো বদলাতে নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন।

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : মাজরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরণের মথ। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকার পাখার উপরে দুটো কালো ফুটা আছে। পুরুষ মথের মাঝখানে ফোটা স্পষ্ট নয়।

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী পোকা ফলের খোসার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলো বের হয়ে ফলগুলো নষ্ট করে ফেলে। যার দরুন ফলগুলো সাধারনত পচে যায়।

দমন ব্যবস্থা : থায়োমিথোক্সাম (২০%)+ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) অথবা ফিপ্রনিল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ রিজেন্ট বা গুলি ১০-১৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : ডালপাতা পুতে দেয়া

অন্যান্য :

ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করুন। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা মথ সংগ্রহ করে দমন করুন। হাত জাল দিয়ে পোকা দমন করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : পোকা দেখতে খুবই ক্ষুদ্র। এদের পাখা বা পাখাহীন উভয় অবস্থায় দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কচি কান্ড, ডগা ও পাতার রস খেয়ে ক্ষতি করে।

দমন ব্যবস্থা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, সব

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : তরমুজ

পোকার নাম : থ্রিপস

পোকা চেনার উপায় : নাই

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা পোকা ডগা ও পাতা থেকে রস চুসে খায়। ফলে ফলন কমে যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

দমন ব্যবস্থা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : সব

পোকামাকড় জীবনকাল : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

ফসল : তরমুজ

রোগের নাম : মোজাইক

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : পাতা কুঁচকে মুড়ে যায়। পর্বসন্ধি খাটো হয়ে যায় এবং ফুলে আক্রমণ তীব্র হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফুল

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন।

অন্যান্য : জমি থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ডাল কেটে দেয়া।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান।

ফসল : তরমুজ

রোগের নাম : কান্ড পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : গাছের গোড়ার কাছের কান্ড পচে গাছ মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ ডাইথেন এম-৪৫ ২৫ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান।

ফসল : তরমুজ

রোগের নাম : ফিউজেরিয়াম উইল্ট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : চারা ও বড় গাছের পাতা এবং গাছ হঠাৎ করে ঢলে পড়ে। পাতা হলুদ বা বাদামি রং ধারণ করে, পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , সব , সম্পূর্ণ গাছ

ব্যবস্থাপনা :

কপার হাইড্রোক্সাইড জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ চ্যাম্পিয়ন ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন।

অন্যান্য :

সম্ভব হলে আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংশ বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান।

ফসল : তরমুজ

রোগের নাম : এনথ্রাকনোজ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে পাতা, পাতার বোটা, কান্ড এবং ফলে বাদামী থেকে কালচে টোপ খাওয়া দাগ দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, পাতার বোটা, কান্ড এবং ফলে বাদামী থেকে কালচে দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

চারা গজানোর পর বাড়ন্ত অবস্থায় ১/২ বার ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্যান্য :

ফল পুরাপুরি না পাকিয়ে জমি থেকে তোলা শুরু করবেন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল : তরমুজ

ফসল তোলা : জাত ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে তরমুজ ফল পাকতে ৮০-১০০ দিন সময় লাগে। ফলের পাকা অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। তবে নিম্নোক্ত লক্ষণ অনুমান করে ফসল পাকা অনুমান করা যায়। ১। ফলের বোটার সঙ্গে যে আকাশী রঙ থাকে তা শুকিয়ে বাদামী রঙের হয়। ২। খোসার উপরের সূক্ষ লোমগুলো মরে পরে গিয়ে তরমুজের খোসা চকচকে হয়। ৩। তরমুজের যে অংশটি মাটির উপর লেগে থাকে। তা সবুজ থেকে উজ্জল হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ৪। শাঁস লাল টকটকে হয়। ৫। আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে ফল পরিপক্ক হয়েছে। অপরিপক্ক ফলের শব্দ হবে অনেকটা ধাতবীয়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে পাহাড়ার ব্যবস্থা ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সংরক্ষণ : সংরক্ষণ করা হয় না। সরাসরি বাজারজাতকরণ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি (প্রশিক্ষণ মডিউল -৩) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

ফসল : তরমুজ

বীজ উৎপাদন :

বিঃদ্রঃ কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন করা হয় না। সম্পুর্ণ আমদানির উপর নির্ভরশীল।

বীজ সংরক্ষণ:

বিঃদ্রঃ কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন করা হয় না। সম্পুর্ণ আমদানির উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি উপকরণ

ফসল : তরমুজ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বীজ ব্যবসায়ী, স্থানীয় হাটবাজার

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : তরমুজ

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী।

২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়।

৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না।

৪। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়।

৫। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

তথ্যের উৎস :

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি ২০১১-২০১২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

যন্ত্রের নাম : অগভীর নলকূপের পানি বিভাজন যন্ত্র

ফসল : তরমুজ

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। যন্ত্রটি এমএস পাইপ,রিডিউসার, ফ্লেঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি।

২। অগভীর নলকূপের পানির প্রবাহকে এই যন্ত্রের সাহায্যে ২ বা ৪ ভাগে ভাগ করে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

৩। যন্ত্রটি সর্বোচ্চ ১০লিটার/ সেকেন্ড প্রবাহের জন্য উপযুক্ত।

৪। প্রাইমিং এর সুবিধার্থে যন্ত্রটিতে একটি প্রাইমিং পোর্টও রাখা হয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান।

বাজারজাতকরণ

ফসল : তরমুজ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যান, নৌকা

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ট্রাক

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

ফসল তোলার পর সরাসরি বাজারজাত করা হয়।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/ বাছায়ের পরে বাজারজাত করে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।